তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৩৬

**মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সাথে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রীর সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর) :

মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মোহাম্মদের সাথে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ আজ সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র শুভেচ্ছা বার্তা পৌঁছে দেন। এ সময় মন্ত্রী ভ্রাতৃপ্রতীম দু’দেশের মধুর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বিভিন্ন ইস্যুতে বাংলাদেশের পক্ষে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সুদৃঢ় অবস্থানের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানান। এছাড়া বাংলাদেশের বর্তমান শ্রমবাজার সম্পর্কে তাঁকে বিস্তারিত ধারণা প্রদান করেন।

মন্ত্রী মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে বাংলাদেশের কর্মীদের নিয়োগের বিষয়ে মাহাথির মোহাম্মদের সাথে ফলপ্রসূ আলোচনা করেন এবং সে দেশের বিভিন্ন খাতে বাংলাদেশি কর্মীদের নিয়োগের বিষয়ে তাঁকে সহযোগিতার আহ্বান জানান।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ সেলিম রেজা এবং মালয়েশিয়ার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

রাশেদুজ্জামান/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০১৯/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৩৫

**বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব দরবারে পরিচিত করাই ঢাকা লিট ফেস্টের মুখ্য উদ্দেশ্য**

**-- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর) :

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব দরবারে পরিচিত করাই ঢাকা লিট ফেস্টের মুখ্য উদ্দেশ্য। এ উৎসবের মাধ্যমে দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি বিশ্ব দরবারে সঠিকভাবে তুলে ধরার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ঢাকা লিট ফেস্ট কর্তৃপক্ষ আয়োজিত তিন দিনব্যাপী (০৭-০৯ নভেম্বর) ‘নবম ঢাকা আন্তর্জাতিক লিট ফেস্ট ২০১৯’ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

যৌথভাবে উৎসব উদ্বোধন করেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ ও বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ লেখিকা মনিকা আলী। উৎসবে ৯০টির অধিক অধিবেশনে বাংলাদেশের দুই শতাধিক এবং ৫টি মহাদেশের ১৮টি দেশের শতাধিক বিদেশি শিল্পী-সাহিত্যিকগণ অংশগ্রহণ করছেন।

মিয়ানমার হতে আগত প্রায় ১১ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী স্থানীয় তথা বাঙালি সংস্কৃতির সংস্কৃতির জন্য হুমকিস্বরূপ উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী এ থেকে উত্তরণের উপায়সমূহ নির্ধারণের জন্য লিট ফেস্ট কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানান। তাছাড়া প্রতিমন্ত্রী এ ইস্যুতে উৎসবে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক-চিন্তাবিদদের স্ব স্ব দেশের সরকারের মাধ্যমে জনমত গড়ে তোলা-সহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আহ্বান জানান। কে এম খালিদ আগামীতে এ উৎসবের আরো মান বৃদ্ধির আশাবাদ ব্যক্ত করে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতারও আশ্বাস প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা লিট ফেস্টের ডিরেক্টর সাদাফ সাজ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী।

#

ফয়সল/ফারহানা/সঞ্জীব/সেলিম/২০১৯/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৩৪

**মঈন উদ্দীন খান বাদলের মৃত্যুতে টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর) :

বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা, বর্ষীয়ান রাজনীতিক ও সংসদ সদস্য মঈন উদ্দীন খান বাদলের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার।

মন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে মঈন উদ্দীন খান বাদলের অবদান গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, ছাত্রলীগের রাজনীতি থেকে উঠে আসা বাদল বাঙালিদের ওপর আক্রমণের জন্য পাকিস্তান থেকে আনা অস্ত্র চট্টগ্রাম বন্দরে সোয়াত জাহাজ থেকে খালাসের সময় প্রতিরোধের অন্যতম নেতৃত্বদানকারী। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তার অবদানের জন্য তিনি অমর হয়ে থাকবেন। মন্ত্রী আরো বলেন, বাদলের মৃত্যুতে দেশ অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সমৃদ্ধ একজন দেশপ্রেমিককে হারালো। গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সংগ্রামে তার অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মন্ত্রী মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

শেফায়েত/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০১৯/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৩৩

**এনপিও এবং ডিসিসিআই’র মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর**

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর) :

জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাত ও উপখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করতে সম্মত হয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এবং ঢাকা চেম্বার অভ্ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। আজ এ লক্ষ্যে দু’পক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (গড়ট) স্বাক্ষরিত হয়।

শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিমের উপস্থিতিতে সমঝোতা স্মারকে এনপিও’র পক্ষে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মোহাম্মদ সালাউদ্দিন এবং ডিসিসিআই’র পক্ষে সংগঠনের সভাপতি ওসামা তাসীর স্বাক্ষর করেন। ঢাকায় শিল্প মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং ডিসিসিআই’র নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

সমঝোতা স্মারক (গড়ট) অনুযায়ী, উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে সরকারি প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর সাথে বেসরকারি সংগঠন ঢাকা চেম্বার অভ্ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সেতুবন্ধন জোরদারে কাজ করবে।

বিভিন্ন শিল্পখাত ও উপখাতে উৎপাদনীলতা বাড়াতে এনপিও এবং ডিসিসিআই’র যৌথ উদ্যোগে প্রতি বছর কমপক্ষে ৪টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হবে। এনপিও এসব কর্মশালায় রিসোর্স পারসন প্রেরণ করবে। অন্যদিকে ডিসিসিআই এসব প্রশিক্ষণের ব্যয়ভার বহন করবে। পাশাপাশি ডিসিসিআই কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতিবছর উৎপাদনশীলতার উন্নয়নের লক্ষ্যে ২টি সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করবে। এনপিও এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা দেবে।

এছাড়া, ডিসিসিআই প্রতিবছর ২ অক্টোবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উদ্যাপনে এনপিওকে সহায়তা করবে। এর অংশ হিসেবে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচিতে ডিসিসিআই এর প্রধান কার্যালয় এবং সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলো প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে।

এর আগে শিল্প সচিবের সভাপতিত্বে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় উৎপাদনশীলতা কার্যনির্বাহী কমিটির অষ্টাদশ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা-সহ কমিটির সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ও ট্রেডবডির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

#

জলিল/ফারহানা/সঞ্জীব/সেলিম/২০১৯/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৩২

**বিপ্লব বা সংহতি নয়, ৭ নভেম্বর সৈনিক হত্যা দিবস**

**-- ড. হাছান মাহ্‌মুদ**

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর) :

‘৭ নভেম্বর বিপ্লব বা সংহতি দিবস নয়, এটি সৈনিক হত্যা দিবস’, বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ। তিনি বলেন, ‘এই দিন দেশে কোনো বিপ্লব বা কোনো সংহতি হয়নি, হয়েছে সৈনিক হত্যা। দেশপ্রেমিক সৈনিকদের হত্যা করে জেনারেল জিয়া তাদের লাশের ওপর দিয়ে ক্ষমতা দখল করেন।’

আজ দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি মিলনায়তনে বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (ক্র্যাব) এর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন শেষে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘প্রকৃতপক্ষে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর যা ঘটেছিল তা হলো হত্যাকাণ্ড। সেদিন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার, উপসেক্টর কমান্ডার-সহ অনেককে হত্যা করা হয়েছে। খালেদ মোশাররফকে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ টেলিভিশনের তিন কর্মকর্তাকেও হত্যা করা হয়। এটা আসলে বিপ্লব তো নয়ই, সৈনিক হত্যার মিশন। তাই বিপ্লব ও সংহতি দিবস হিসেবে দিনটি পালন করার কোনও যৌক্তিকতা আমি দেখি না।’

মন্ত্রী আরো বলেন, ‘আমি মনে করি, বাংলাদেশে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য সব হত্যার বিচার হওয়া প্রয়োজন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার হচ্ছে। বিচারের রায় কার্যকর হয়েছে। বিচার চলছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। ৩ নভেম্বর জাতীয় চার নেতা হত্যার বিচার হয়েছে। ৭ নভেম্বর অনেককে হত্যা করা হয়েছে, তাদের সবার বিচার হয়নি। ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য এসব হত্যাকা-ের বিচার হওয়া প্রয়োজন।’

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হয়েছে, তবে কুশীলবদের বিচার হয়নি। তেমনি ৩ নভেম্বরের অনেকের বিচার হলেও সংশ্লিষ্ট অনেকের বিচার হয়নি। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি ৭ নভেম্বর হত্যাকা-ের বিচারের জন্য একটি কমিশন গঠন করে সত্য উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন। পাশাপাশি হত্যাকা-ের সঙ্গে জড়িত সবার বিচার হওয়া উচিত। ১৫ আগস্টের হত্যাকা-, ৩ নভেম্বর এবং ৭ নভেম্বরের হত্যাকা- একই ধারাবাহিকতায় হয়েছে।’

ক্র্যাবের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধনের আগে প্রধান অতিথির বক্তব্যে হাছান মাহ্মুদ আরো বলেন, ‘অনেকেই ওয়েজবোর্ড বাস্তবায়ন করে না, অথচ ডিএফপি থেকে রেট কার্ড নেয়। মন্ত্রী হয়ে আমি দেখেছি এমনও পত্রিকা আছে, যার ঢাকায় সার্কুলেশন এক হাজার, সারাদেশে পাঁচ হাজার। অথচ সুবিধা নেওয়ার জন্য ঘোষণা দেয় দেড়লাখ। এসব বন্ধ করে তাদের শৃঙ্খলায় আনা হবে।’ তিনি আরো বলেন, ‘পত্রিকাগুলো আমাদের কাছে সার্কুলেশনের এক হিসাব দেয়, ট্যাক্স অফিসে আরেক হিসাব দেয়। সরকারি দুই দফতরে দুই হিসাব চলবে না। তাদের নজরদারি ও শৃঙ্খলায় আনা হবে।’

বন্ড সুবিধায় শুল্কমুক্তভাবে পণ্য আমদানির নাম করে যারা বাজারে পণ্য বিক্রি করছে, তাদের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, একসময় বেসরকারিভাবে বন্ডেড ওয়্যারহাউজের অনুমোদন ছিল না। সরকার তাদের অনুমতি দিয়েছে। তবে তাদের পণ্য বাজারে চলে আসে, এতে সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে। যেখানে যেখানে সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে, আপনারা সেসব সেক্টর ধরে রিপোর্ট করুন। তাহলে কোথায় সমস্যা হচ্ছে, তা চিহ্নিত করতে আমাদের সুবিধা হবে।’

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্র্যাবের সভাপতি আবুল খায়ের, সাধারণ সম্পাদক দীপু সারোয়ার, সহ-সভাপতি মিজান মালিক, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক জিএম তসলিম উদ্দিন, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাজু আহমেদ।

অনুষ্ঠানে সাংবাদিকতা পেশায় অরাজকতা বন্ধে ও ৯ম ওয়েজবোর্ড বাস্তবায়নে তথ্যমন্ত্রীকে নজরদারির অনুরোধ জানান ক্র্যাব সভাপতি।

#

আকরাম/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০১৯/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৩১

**পাটকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে**

**-- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর) :

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক বলেছেন, সরকার গৃহীত নানামুখী উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে পাট খাতের চলমান সংকট নিরসন করে বাংলাদেশের সোনালি ঐতিহ্য পাটকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

জুট ডাইভার্সিফিকেশন প্রোমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) এর উদ্যোগে আজ অফিসার্স ক্লাবের খেলাঘর হল প্রাঙ্গণে তিন দিনব্যাপী বহুমুখী পাটজাত পণ্যের মেলা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বস্ত্র ও পাট সচিব লোকমান হোসেন মিয়া, বিজেএমসি’র চেয়ারম্যান শাহ মোহাম্মদ নাসিম, বস্ত্র অধিদপ্তরের মহাপরিচালক দিলীপ কুমার সাহা, ডেডিপিসি’র নির্বাহী পরিচালক খোরশেদ আলম-সহ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ঊর্র্ধ্বতন কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

দূষণ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও পাটপণ্যের ব্যাপক প্রসারের লক্ষ্যে জেডিপিসি এই মেলার আয়োজন করেছে। জেডিপিসির মাধ্যমে পাটপণ্যের বহুমুখীকরণ ও ব্যবহারের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করছে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

আজ মেলায় ১০০টি স্টলের মাধ্যমে পাটপণ্যের উদ্যোক্তারা ২৮৫ রকমের বহুমুখী পাটপণ্য প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ মেলায় বহুমুখী পাটপণ্য প্রদর্শনের পাশাপাশি বিক্রয়ের ব্যবস্থাও রয়েছে।

#

সৈকত/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০১৯/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৩০

**মানসিক স্বাস্থ্যকেও সমান গুরুত্ব দেয়া হবে**

**-- স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর) :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, সরকার দৈহিক স্বাস্থ্যের ন্যায় মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতিও সমান গুরুত্ব দেবে।

আজ রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট আয়োজিত ‘জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য জরিপ ২০১৮-১৯’ এর ফলাফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বর্তমান জরিপ অনুযায়ী ১৭ শতাংশ মানুষ মানসিক সমস্যাগ্রস্ত। এর মধ্যে ১৩ ভাগই হচ্ছে শিশু। আরেকটি উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে দেশের ৯৪ শতাংশ মানুষ মানসিক রোগে ভুগলেও তারা সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে চিকিৎসা নিতে চিকিৎসকদের কাছে যায় না। ফলে বহুসংখ্যক মানুষ মানসিক সমস্যা নিয়েও স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করার চেষ্টা করে। এটা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উদ্বেগের বিষয়।

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরিচালক মোহিত কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মোঃ আসাদুল ইসলাম এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ।

#

মাইদুল/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০১৯/১৮৩৫ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৪২২৯

**জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৭ ও ২০১৮ ঘোষণা**

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর) :

সরকার বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে গৌরবোজ্জ্বল ও অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ চলচ্চিত্রের নিম্নবর্ণিত বিশিষ্ট শিল্পী, কলা-কুশলী, প্রতিষ্ঠান ও চলচ্চিত্রকে ‘জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৭ ও ২০১৮’ প্রদানের ঘোষণা করেছে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এ ঘোষণা প্রদান করা হয়।

২০১৭ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রাপ্তগণ হলেন : আজীবন সম্মাননা (যুগ্ম) : বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনতা এটিএম শামসুজ্জামান এবং বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেত্রী সালমা বেগম সুজাতা; শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র (যুগ্ম) : কায়সার আহমেদ ও মোহাম্মদ ছানোয়ার হোসেন (সানী সানোয়ার)-ঢাকা অ্যাটাক; শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র : বাংলাদেশ টেলিভিশন, চলচ্চিত্রের নাম- বিশ্ব আঙিনায় অমর একুশে; শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক : বদরুল আনাম সৌদ -গহীন বালুচর; শ্রেষ্ঠ অভিনেতা প্রধান চরিত্রে (যুগ্ম) : শাকিব খান রানা -সত্তা ও মাহবুবুল আরেফিন শুভ -ঢাকা অ্যাটাক; শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী প্রধান চরিত্রে : নুশরাত ইমরোজ তিশা-হালদা; শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পার্শ্ব চরিত্রে : মোঃ শাহাদাৎ হোসেন - গহীন বালুচর; শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী পার্শ্ব চরিত্রে (যুগ্ম) : সুবর্ণা মুস্তফা-গহীন বালুচর ও রুনা খান-হালদা; শ্রেষ্ঠ অভিনেতা/অভিনেত্রী খল চরিত্রে : জাহিদ হাসান, চলচ্চিত্রের নাম-হালদা; শ্রেষ্ঠ অভিনেতা/অভিনেত্রী কৌতুক চরিত্রে : এম ফজলুর রহমান-গহীন বালুচর; শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী : নাইমুর রহমান আপন-ছিটকিনি; শিশু শিল্পী শাখায় বিশেষ পুরস্কার : অনন্য সামায়েল-আঁখি ও তার বন্ধুরা; শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক : এম ফরিদ আহমেদ হাজরা (ফরিদ আহমেদ)-তুমি রবে নীরবে; শ্রেষ্ঠ নৃত্য পরিচালক : ইভান শাহরিয়ার সোহাগ; চলচ্চিত্রের নাম-ধ্যাততেরিকি; শ্রেষ্ঠ গায়ক : মাহফুজ আনাম জেমস (তোর প্রেমেতে অন্ধ........)-সত্তা; শ্রেষ্ঠ গায়িকা : মমতাজ বেগম (না জানি কোন অপরাধে .......)-সত্তা; শ্রেষ্ঠ গীতিকার : সেজুল হোসেন (না জানি কোন অপরাধে....) -সত্তা; শ্রেষ্ঠ সুরকার : শুভাশীষ মজুমদার বাপ্পা (না জানি কোন অপরাধে....)-সত্তা; শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার : আজাদ বুলবুল -হালদা; শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার : তৌকির আহমেদ-হালদা; শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা : বদরুল আনাম সৌদ-গহীন বালুচর; শ্রেষ্ঠ সম্পাদক : মোঃ কালাম-ঢাকা অ্যাটাক; শ্রেষ্ঠ শিল্প নির্দেশক : উত্তম কুমার গুহ-গহীন বালুচর; শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক : কমল চন্দ্র দাস-গহীন বালুচর; শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রাহক : রিপন নাথ - ঢাকা অ্যাটাক; শ্রেষ্ঠ পোষাক ও সাজ-সজ্জা : রিটা হোসেন -তুমি রবে নীরবে ও শ্রেষ্ঠ মেকআপম্যান : মোঃ জাভেদ মিয়া - ঢাকা অ্যাটাক।

২০১৮ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্তগণ হলেন : আজীবন সম্মাননা (যুগ্ম) : বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনতা, প্রযোজক ও পরিচালক এম এ আলমগীর এবং বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনতা প্রবীর মিত্র; শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, চলচ্চিত্রের নাম-পুত্র; শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র : বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট, চলচ্চিত্রের নাম-গল্প সংক্ষেপ; শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র : ফরিদুর রেজা সাগর, চলচ্চিত্রের নাম-রাজাধিরাজ রাজ্জাক; শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক : মোস্তাফিজুর রহমান মানিক, চলচ্চিত্রের নাম-জান্নাত; শ্রেষ্ঠ অভিনেতা প্রধান চরিত্রে (যুগ্ম) : ফেরদৌস আহমেদ, চলচ্চিত্রের নাম-পুত্র; শ্রেষ্ঠ অভিনেতা প্রধান চরিত্রে (যুগ্ম) : সাদিক মোঃ সাইমন (সাইমন সাদিক), চলচ্চিত্রের নাম-জান্নাত; শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী প্রধান চরিত্রে : জয়া আহসান, চলচ্চিত্রের নাম-দেবী; শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পার্শ্ব চরিত্রে : আলী রাজ, চলচ্চিত্রের নাম-জান্নাত; শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী পার্শ্ব চরিত্রে : সুচরিতা, চলচ্চিত্রের নাম-মেঘকন্যা; শ্রেষ্ঠ অভিনেতা/অভিনেত্রী খল চরিত্রে : সাদেক বাচ্চু, চলচ্চিত্রের নাম-একটি সিনেমার গল্প; শ্রেষ্ঠ অভিনেতা/অভিনেত্রী কৌতুক চরিত্রে (যুগ্ম) : মোশাররফ করিম, চলচ্চিত্রের নাম-কমলা রকেট; শ্রেষ্ঠ অভিনেতা/অভিনেত্রী কৌতুক চরিত্রে (যুগ্ম) : আফজাল শরিফ, চলচ্চিত্রের নাম-পবিত্র ভালবাসা; শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী : ফাহিম, চলচ্চিত্রের নাম-পুত্র; শিশু শিল্পী শাখায় বিশেষ পুরস্কার : মাহমুদুর রহমান (অনিন্দ), চলচ্চিত্রের নাম-মাটির প্রজার দেশে; শ্রেষ্ঠ সংগীত

পাতা-২

পরিচালক : ইমন সাহা, চলচ্চিত্রের নাম- জান্নাত; শ্রেষ্ঠ নৃত্য পরিচালক: মাসুম বাবুল (আমার জামা কাপড়...), চলচ্চিত্রের নাম-একটি সিনেমার গল্প; শ্রেষ্ঠ গায়ক : নাইমুল ইসলাম রাতুল (যদি দুঃখ ছুঁয়ে....) চলচ্চিত্রের নাম-পুত্র; শ্রেষ্ঠ গায়িকা (যুগ্ম) : সাবিনা ইয়াসমিন (ভুলে মান অভিমান...), চলচ্চিত্রের নাম- পুত্র; শ্রেষ্ঠ গায়িকা (যুগ্ম) : আঁখি আলমগীর (গল্প কথার ঐ...), চলচ্চিত্রের নাম- একটি সিনেমার গল্প; শ্রেষ্ঠ গীতিকার (যুগ্ম): কবির বকুল ( যদি এভাবেই ভালোবাসা...), চলচ্চিত্রের নাম-নায়ক; শ্রেষ্ঠ গীতিকার (যুগ্ম): জুলফিকার রাসেল (যদি দুঃখ ছুঁয়ে দেখো...), চলচ্চিত্রের নাম-পুত্র; শ্রেষ্ঠ সুরকার : রুনা লায়লা (গল্প কথার ঐ...), চলচ্চিত্রের নাম-একটি সিনেমার গল্প; শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার : সুদীপ্ত সাঈদ খান, চলচ্চিত্রের নাম -জান্নাত; শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার : সাইফুল ইসলাম মান্নু, চলচ্চিত্রের নাম -পুত্র; শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা : এস এম হারুন অর-রশীদ (হারুন রশীদ), চলচ্চিত্রের নাম -পুত্র; শ্রেষ্ঠ সম্পাদক : তারিক হোসেন বিদ্যুৎ, চলচ্চিত্রের নাম-পুত্র; শ্রেষ্ঠ শিল্প নিদের্শক : উত্তম কুমার গুহ, চলচ্চিত্রের নাম -একটি সিনেমার গল্প; শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক : জেড এইচ মিন্টু, চলচ্চিত্রের নাম -পোষ্ট মাস্টার ৭১; শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রাহক : আজম বাবু, চলচ্চিত্রের নাম -পুত্র; শ্রেষ্ঠ পোষাক ও সাজ-সজ্জা : সাদিয়া শবনম শানতু, চলচ্চিত্রের নাম -পুত্র ও শ্রেষ্ঠ মেক-আপম্যান : ফরহাদ রেজা মিলন, চলচ্চিত্রের নাম -দেবী।

#

তথ্য মন্ত্রণালয়/মাহমুদ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০১৯/১৮২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২২৮

**মঈন উদ্দীন খান বাদল এর মৃত্যুতে তথ্যমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর) :

চট্টগ্রাম-৮ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মঈন উদ্দীন খান বাদলের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন তথ্যমন্ত্রী ও চট্টগ্রাম ৭ আসনের সংসদ সদস্য ড. হাছান মাহ্মুদ।

তথ্যমন্ত্রী তাঁর শোকবার্তায় বলেন, ‘তার মৃত্যুতে আমি নিজে জেলার একজন মুক্তিযোদ্ধা ও বলিষ্ঠ রাজনৈতিক নেতাকে অকালে হারালাম।’ তিনি মরহুমের আত্মার শান্তি কামনা করেন ও তার শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে জন্ম নেয়া মুক্তিযোদ্ধা বাদল ৬৭ বছর বয়সে মৃত্যুকালে তিন ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন।

#

আকরাম/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০১৯/১৮১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২২৭

**মঈন উদ্দীন খান বাদল এর মৃত্যুতে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের শোক**

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর) :

একাদশ জাতীয় সংসদে ২৮৫ চট্টগ্রাম-৮ হতে নির্বাচিত সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মঈন উদ্দীন খান বাদল এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক।

আজ এক শোকবার্তায় মহান মুক্তিযুদ্ধে এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে বাদলের অবদানের কথা স্মরণ করে মন্ত্রী বলেন, বাদলের মৃত্যুতে দেশ একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, নিবেদিতপ্রাণ রাজনীতিবিদ ও দক্ষ সংসদ সদস্যকে হারালো । বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও   রাজনীতির ইতিহাসে মইন উদ্দীন খান বাদলের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

মন্ত্রী মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

এছাড়াও মঈন উদ্দীন খান বাদল এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন, কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন, ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন, শ্রম প্রতিমন্ত্রী বেগম মুন্নুজান সুফিয়ান, নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মোঃ জাকির হোসেন, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য, সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, মহিলা ও শিশু প্রতিমন্ত্রী বেগম ফজিলাতুন নেছা।

#

মারুফ/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০১৯/১৫৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২২৬

**পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রীর সাথে ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য শান্তি চুক্তি’র পর পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নে যে সকল দেশ এগিয়ে আসে ডেনমার্ক তার মধ্যে অন্যতম। এর সাথে দীর্ঘ দিনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। শান্তি চুক্তির পর এখানে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, অবকাঠামো ও পর্যটনখাতে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে।

আজ মন্ত্রীর সাথে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত Winnie Estrup Petersen সাক্ষাত করতে আসলে তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক প্রচেষ্টায় ১৯৯৭ সালের ২ ডিসম্বের পার্বত্য শান্তি চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের ভিশন-২০২১ ও ভিশন ২০৪১ এর  আলোকে ইতোমধ্যে পার্বত্য অঞ্চলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো, নারীর ক্ষমতায়ন, খাদ্য নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন ও পর্যটনখাতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ অঞ্চলের উন্নয়নে ১৭টি প্রকল্প ওস্কিম বাস্তবায়ন করছে। কৃষকদের কফি ও কাজু  বাদাম চাষে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হওয়ায় কৃষক তাদের পণ্য সহজে বাজারজাতকরণ করছে ও ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে বলে মন্ত্রী জানান।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখায় রাষ্টদূতকে ধন্যবাদ জানিয়ে আগামীতে অব্যাহত সহযোগিতা কামনা ব্যক্ত করেন মন্ত্রী।

রাষ্টদূত বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে ডেনমার্কে উন্নয়ন সহায়তা সংস্থা ডানিডা দীর্ঘদিন ধরে সহযোগিতা করে আসছে। এ অঞ্চলের অধিবাসীদের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং নারীর ক্ষমতায়নে ডেনমার্কের সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে বলে তিনি আশ্বাস প্রদান করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মেসবাহুল ইসলাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

নাছির/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/আসমা/২০১৯/১৫৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২২৫

**মঈন উদ্দীন খান বাদল এর মৃত্যুতে স্পিকারের শোক**

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর) :

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী একাদশ জাতীয় সংসদে ২৮৫ চট্টগ্রাম-৮ হতে নির্বাচিত সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মঈন উদ্দীন খান বাদল এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

এক শোকবার্তায় স্পিকার বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মঈন উদ্দীন খান বাদল-এর মৃত্যুতে দেশ একজন অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ানকে হারালো। তাঁর মৃত্যু দেশ ও জাতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।

উল্লেখ্য, ভারতের বেঙ্গালুরুতে নারায়ণ হৃদরোগ রিসার্চ ইন্সটিটিউট এন্ড হসপিটালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ ভোর সাড়ে ৫টার দিকে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি.....রাজিউন)। মঈন উদ্দীন খান বাদল ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলার সারোয়াতলীতে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)-এর কার্যকরী সভাপতি এবং নবম, দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্য ছিলেন।

স্পিকার মরহুমের রুহের শান্তি কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

এছাড়া, মঈন উদ্দীন খান বাদল এর মৃত্যুতে জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া এবং চিফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরী গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছন।

#

তারিক/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০১৯/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২২৪

**মইন উদ্দীন খান বাদল-এর মৃত্যুতে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর) :

সংসদ সদস্য মইন উদ্দীন খান বাদল-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ।

মন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

#

নাছের/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০১৯/১০৪৫ ঘণ্টা